চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
জনসংযোগ শাখা
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি.

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৬ তম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচিত ৫ম পরিষদের ২৬ তম সাধারণ সভা ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ খ্রি. বুধবার, দুপুরে মেয়র অসুস্থ থাকায় তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। সভায় নির্বাচিত পরিষদের সাধারণ ওয়ার্ড ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর, অফিসিয়্যাল কাউন্সিলর সহ সিটি কর্পোরেশনের বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও সচিব এবং প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ড. মুহম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান এর উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ২৬ তম সাধারণ সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোয়াত ও মোনাজাত করা হয়। সভায় মিয়ানমার থেকে আগত শরনার্থীদের প্রতি সমবেদনা,জাতিগত নির্যাতনে নিহত, সম্প্রতি বন্যায় নিহত এবং বিগত সাধারণ সভার পর থেকে ২৬ তম সাধারণ সভা পর্যন্ত সময়ে নগরীতে মৃত্যুবরণকারী সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয়। মোনাজাতে মানবিক বিপর্যয়গ্রস্থ সকল নাগরিক সহ প্রাকৃতিক দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি সমবেদনা এবং চট্টগ্রামসহ দেশ ও জাতির উন্নতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করা হয়। সভায় বিগত ২০ আগস্ট ২০১৭ খ্রি. অনুষ্ঠিত ২৫ তম সাধারন সভার কার্যবিবরনী অনুমোদন এবং স্থায়ী কমিটি সমূহের কার্যবিবরনী আলোচনান্তে অনুমোদন করা হয়। সভার সভাপতি মাননীয় মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন তার অসুস্থতার জন্য যারা যারা তাকে সমবেদনা সহ সুস্থতা কামনা করে আল্লাহর দরবারে মিলাদ,মোনাজাত ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নানাভাবে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি অসুস্থতাজনিত কারনে অনিচ্ছাসত্বেও তাঁর নিজ বাসভবনে ২৬ তম সাধারন সভা আহবান করতে বাধ্য হয়েছেন বলে সভাকে অবহিত করেন। সভায় মেয়র বলেন, অতি

সম্প্রতি মিয়ানমারে সংগঠিত জাতিগত নির্যাতনের কারনে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শরনার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণকারী আহত ও রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তার নেতৃত্বে ১২ সদস্যের ১টি চিকিৎসক দল উখিয়ার কুতুপালং-এ প্রেরণ করা হয়। সেখানে ৫ লক্ষ টাকার ঔষধ সামগ্রী প্রদান করা হয়। তিনি বলেন, আসন্ন দূর্গাপূজা উপলক্ষ্যে সনাতন সম্প্রদায়ের পুজোমন্ডপে জেনারেটর সরবরাহ বাবদ প্রতিটি মন্ডপে ৫ হাজার টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়াও সার্বক্ষণিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ রক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আলো-বাতির ব্যবস্থা করা সহ নানা বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সহযোগিতা দিবে। মেয়র বলেন, ৫ম নির্বাচিত সাধারন পরিষদের নির্বাচিত কাউন্সিলরদের দ্বারা গঠিত স্থায়ী কমিটি সমূহ মেয়াদ শেষান্তে যথাসময়ে পূনর্গঠন করা হবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বিজ্ঞাপণ নীতিমালা সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন প্রসঙ্গে মেয়র গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সিটি কর্পোরেশন-২ শাখা তারিখ-৩০/৩/২০১৭ কর্তৃক জারিকৃত অফিস আদেশ উপস্থাপন করে বলেন, সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উদ্যোগী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশিদারিত্বের ভিত্তিতে বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ড নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়ন, সৌন্দর্য বর্ধন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১টি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রস্তাব আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে মেয়র পদে দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বে নগরীর সৌন্দর্য বর্ধনের বিষয়ে নগরবাসীকে দেয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নগরীতে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ, এলইডি লাইটিং, অত্যাধুনিক যাত্রীছাউনি, আধুনিক গণশৌচাগার, অবকাঠামো উন্নয়ন সহ নানামুখি উদ্যোগের মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব বাসোপযুগি চট্টগ্রাম গড়ার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। মেয়র বলেন, দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পর নগরীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দৈত্য-দানবের মত ঘিরে রাখা বিলবোর্ড অপসারন করে নাগরিকদের প্রত্যাশা পূরণ করা হয়েছে। সভাপতির বক্তব্যে মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন হোল্ডিং ট্যাক্স প্রসঙ্গে বলেন, ইতোমধ্যে এ্যাসেমেন্টের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। করদাতাদের বিনামূল্যে পি-ফরমের মাধ্যমে আপিল করার জন্য বিজ্ঞাপণের মাধ্যমে সুযোগ দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে আপিল বোর্ড গঠিত হয়েছে। সম্মানীত পৌর করদাতাগণ আপিল বোর্ডে হাজির হয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে। আপিল বোর্ড যাচাই বাছাই করে চূড়ান্তভাবে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করার পর তা বাস্তবে কার্যকর হবে। মেয়র কর্মসংস্থানের

লক্ষ্যে নগরীর দেওয়ানহাটে সিটি কর্পোরেশন এর ভবনে প্রতিষ্ঠিত টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে যে কোন ট্রেডে প্রতি ব্যাচে ১শত জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে ভোকেশনাল শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে বলে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়াও তিনি কম্পিউটার ইনষ্টিটিউট-এ কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নগরবাসীর প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, বন্যা দূর্গতদের জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১ দিনের বেতন সমপরিমান টাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে জমা দেয়ার জন্য মজুদ রাখা হয়েছে। মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরনার্থীদের সাহার্য্যার্থে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কাউন্সিলর, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১ দিনের বেতন সমপরিমান টাকা ত্রান হিসেবে প্রদান করা হবে। মেয়র বলেন, পৌরকর ধার্য্য করার বিষয়ে সরকারের সু-নির্দিষ্ট আইন ও বিধি বিধান রয়েছে। আইনদ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের পৌরকর নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়াও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্ব উদ্যোগি হয়ে হতদরিদ্র সীমিত আয়, স্বল্প আয় ও কাঁচা ঘরে বসবাস রত নাগরিকদের বিষয়টি সর্বোচ্চ মানবিক বিবেচনায় আপিল বোর্ডের মাধ্যমে পৌরকর নির্ধারণ করা হবে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনেকটা সফলতা এসেছে বলে উল্লেখ করে মেয়র বলেন, ডোর-টু-ডোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে এ ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ সফলতা আসবে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন বিগত পবিত্র ঈদ-উল-আযহায় পশু বর্জ্য অপসারনে শতভাগ সফলতা অর্জন করায় সকল কাউন্সিলর ও কর্মচারীদের সাধুবাদ জানান। ফুটপাথ হকার প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর ২ জন ম্যাজিষ্ট্রেট ৩১ ও ৩৩ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর এবং হকার্স নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কোতোয়ালী এলাকায় হকারদের শৃংখলার বেষ্টনীতে আনার কাজটি প্রায় শেষ করেছে। অন্যান্য এলাকায়ও হকারদের শৃংখলায় নিয়ে আসার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। তিনি আশা করেন, হকারদের শৃংখলার মধ্যে এনে নগরবাসীকে স্বস্থির নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। পরিবেশ সুরক্ষায় ছাদ বাগান,ওয়ার্ড ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে বৃক্ষ রোপন অভিযান অব্যাহত আছে। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর সুনাম সুখ্যাতি ও চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্প্রীতি রক্ষায় সকল শ্রেনী ও পেশার সার্বিক সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। ২৬ তম সাধারণ সভায় হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে আপিল করার জন্য পি ফরমের ১ টাকা নির্ধারিত মূল্য বাতিল করে বিনামূল্যে পি ফরম বিতরণ, আদীবাসি, হতদরিদ্র, দরিদ্র, স্বল্প আয়, সীমিত আয় এবং কাঁচা ঘরের পৌরকর সংক্রান্ত বিষয়ে আপিল বোর্ডে

সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আগত শরনার্থীদের ত্রান সাহয্যার্থে কাউন্সিলর, কর্মচারী-কর্মকর্তাদের ১ দিনের বেতন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে প্রদান, সৌন্দর্য বর্ধন সংক্রান্ত ২০০৯ সনের আইন কার্যকর, টেকনিক্যাল ইনষ্টিটিউটে অধ্যয়নের স্বার্থে প্রতি সেশনে ১শত জন শিক্ষার্থীকে বিণামূল্যে শিক্ষার সুযোগ প্রদান, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪টি গ্রুপে এলইডি লাইটিং কার্যক্রম চালু, দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে অতীতের ধারাবাহিকতায় প্রতি মন্ডপে জেনারেটর সংক্রান্ত খরচের জন্য ৫ হাজার টাকা প্রদান সহ নানা প্রস্তাব গৃহিত হয়।

সংবাদদাতা
মো. আবদুর রহিম
জনসংযোগ কর্মকর্তা